গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
বাড়ি-২৮৯, রোড-১৯/বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
Web: ehclb4th.portal.gov.bd

বিষয়: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৭ম সভার কার্যবিবরনী।

সভার তারিখ ও সময়	: ২৬/০৯/২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভার সভাপতি	: জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	: মন্ত্রনালয় এর সভাকক্ষ
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা	: পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

উপস্থাপনাঃ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি সভার শুরুতে পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ পিআইসি সভার সিদ্ধান্তসমূহ দৃঢ়করণ করা হয় এবং সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার আহবান জানান। সভাপতির আহবানে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেনঃ

২.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে ১ লক্ষ শিশুকে ৬মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (NFE) এবং ৪মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (SDT) প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০৮/০৫/২০১৮তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০৮/০৭/২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এক বছর এবং তারপর ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দুই বছর বর্ধিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ২৬৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের থোক হতে অতিরিক্ত বরাদ্দ ৬০০.০০ লক্ষ (ছয় কোটি) (রাজস্ব) (জিওবি) টাকাসহ মোট ৮৬৮.০০ লক্ষ (আট কোটি আটষট্টি লক্ষ) টাকা (জিওবি)। তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত ২০০.৬১ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৭.৯১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৪৭২১.৩৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। **প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।** শিশু শিক্ষার্থীদের বকেয়া বৃত্তি, এককালীন সীডমানি এবং এনজিওদের বকেয়া সার্ভিস চার্জ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ (পঁচিশ কোটি) টাকা প্রয়োজন। **'বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা'** হ'তে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জরুরী ভিত্তিতে পত্র দেয়া আবশ্যক। সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে উক্ত বিষয়ক একটি চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের পত্রটি অনতিবিলম্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়নের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

২.৩ **প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত** এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা অত্যাবশ্যক। কারণ হিসেবে বলা হয় প্রকল্পের অধিকাংশ কোডের বরাদ্দ ডিপিপি অনুসারে ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে পুরোপুরি ব্যয় হয়ে যাবে। যেমন,অফিস ভবন ভাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনাদি, আউটসোর্সিং জনবলের বেতনাদি, আনুষাঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান, মটরযান রক্ষণাবেক্ষণ, পেট্রোল ও লুব্রীকেন্ট ইত্যাদিসহ অধিকাংশ কোডে ডিপিপি বরাদ্দ না থাকায় ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরে প্রকল্প চালু রাখা যাবেনা। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদও বৃদ্ধি করা যাবেনা।

Sample output to test PDF Combine only

মেয়াদ বৃদ্ধি করলেও ডিপিপি বরাদ্দ সল্পতার কারনে প্রকল্পটি চালু রাখা সম্ভব হবে না। সভায় সভাপতি মহোদয় বলেন যে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের একটি পত্র মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৪ প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই প্রকল্পের মালামাল এর একটি তালিকা করে সেগুলো কিভাবে হস্তান্তর ও বিতরণ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয় একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের কর্মচারীদের বিশেষ করে প্রোগ্রাম সুপারভাইজরদের বকেয়া টিএ বিল এবং এককালিন পাওনা পরিশোধ করে তাদেরকে যথাসময়ে চাকুরি থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। অক্টোবর মাসের ১ম ভাগে একটি পিএসসি সভা আহবান করার উপর জোর দেয়া হয়। এ সকল আলোচনার বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। অত:পর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নে উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত
১	গত ২৮/১১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ পিআইসি সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হ'ল।
২	**প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।** শিশু শিক্ষার্থীদের বকেয়া বৃত্তি, এককালীন সীডমানি এবং এনজিওদের বকেয়া সার্ভিস চার্জ প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই পরিশোধের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।
৩	সচিব মহোদয়ের নিকট হতে একটি ডি.ও পত্র পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪	প্রকল্পের সমস্ত মালামালের তালিকা করে বন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাইফ উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এবং
সভাপতি, পিআইসি কমিটি

Sample output to test PDF Combine only